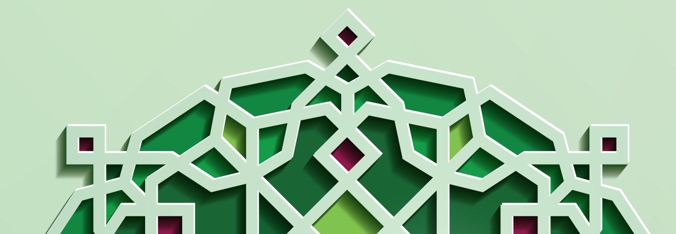
সহিহ হাদিসে

তাবাররুকাতে মুহাম্মাদি

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা



التَّبَرُّكَاتُ المُحَمَّدِيَّةُ

فِيْ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ

সহিহ হাদিসে

তাবাররুকাতে মুহাম্মাদি

المُؤَلِّفُ

خَادِمُ العِلْمِ الشَّرِيْفِ

أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ عَيْنُ الهُدَى

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

মূল আরবি:

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের



সহিহ হাদিসে তাবাররুকাতে মুহাম্মাদি

মূল আরবি: আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
স.ম. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা: ০৪

প্রকাশক
সওতুল মদীনা

প্রকাশকাল
শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

প্রচ্ছদ:
মোঃ ওবাইদুল হক

মূল্য : ৬০ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
ঢাকাঃ বায়তুল মুকাররাম, মুজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
মুহাম্মদ তামিম হোসাইন, বায়তুল মোকাররম, বায়তুন জুয়েলার্স, ২য় তলা, মোবাইল: +8801940988788
দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা ছালেহিয়া লাইব্রেরী
+8801733965450
সিলেটঃ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, নুমানিয়া লাইব্রেরী
চট্রগ্রামঃ রেজায়ে মোস্তফা লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা
আলহাজ্ব কাজী সাদিকুল ইসলাম জামালিয়া দরবার শরীফ হালিশহর
+8801812381305
ঝিনাইদহঃ নাজমুস সাদাত, মোবাইলঃ +8801777291809

অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে সরাসরি তাবাররুক গ্রহণ সাহাবিগণের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত একটি আমল। তাঁর একটুখানি পরশের জন্য, তাঁর চুল, নখ, দাঁড়ি, ঘাম, পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকে তাবাররুক গ্রহণের জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতেন। এগুলো ছিল তাঁদের অনুপম মাহাব্বা এবং তাজীমের প্রকাশ। আরবের বিখ্যাত কূটনৈতিক সুহায়ল ইবন আমর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি সাহাবিদের অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাবাররুক গ্রহণের কথা তুলে ধরেছিলেন।

এ গ্রন্থটি লেখকের প্রকাশিতব্য আল খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ'র অন্তর্ভুক্ত তাবাররুকাত সম্পর্কে লিখিত 'আত তাবাররুকাতুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ফিস সুন্নাতিস সাহিহাহ' শীর্ষক ছয়টি খুতবার বঙ্গানুবাদ।

ফিতনাগ্রস্থ অনেকেই বর্তমানে হাজার বছর ধরে ইসলামে স্বীকৃত অনেক বিষয়কে অস্বীকার করছে। তাবাররুক তেমনি মাজলুম একটি বিষয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর রওজা শরিফের দিকে ফিরে দুআ করতেও বাঁধা দেয়া হয়। কেউ যদি মনের তীব্র ঈমানী আবেগে তাঁর রওজা শরিফের দেয়ালের পরশ নেয়ার চেষ্টা করে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হয়। তাবাররুককে এখন ইসলামী সমাজে এক ধরনের ট্যাবু বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে সহিহ হাদিস দিয়ে তাবাররুকাতে মুহাম্মাদিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদিসগুলো অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আব্দুল্লাহ যোবায়ের
সম্পাদক
সওতুল মদীনা

আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

১। সওতুল মদীনা, রবিউস সানি, ১৪৪২ (আব্দুল কাদির জিলানি র. সংখ্যা)
২। সওতুল মদীনা, জুমাদাল আউয়াল, ১৪৪২ (আলফে সানি র. সংখ্যা)
৩। সওতুল মদীনা, জমাদিউস সানি সংখ্যা, ১৪৪২
৪। সওতুল মদীনা, রজব, ১৪৪২ (খাজা আজমীরী র. সংখ্যা)
৫। সহিহ হাদিসে শবে বরাত- আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
৬। সহিহ হাদিসে তারাবিহর সালাত- আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
৭। সহিহ হাদিসে তাবাররুকাতে মুহাম্মদি- মুহাম্মদ আইনুল হুদা
৮। যে দুআ এবং যাদের দুআ ফেরানো হয় না- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী র.
৯। রিসালাতুল মুআওয়ানাহ- ইমাম হাদ্দাদ র.
১০। প্রিয় নবীজির প্রিয় দোয়া - আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

প্রকাশিতব্য

১১। তাজিমি সিজদা ও কদমবুছি - আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১২। সহিহ হাদিসে রাসূলের মুচকি হাসি - মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১৩। সহিহ হাদিসে সুন্নাতী দাম্পত্য জীবন - মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১৪। জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আ'লামীন - মুহাম্মদ আইনুল হুদা
১৫। মাওলিদ বারজাঞ্জি কামিল – ইমাম বারজাঞ্জি
১৬। মাওলিদু রাসূলিল্লাহ - হাফিজ ইবনু কাসীর
১৭। আত তাআররুফ লি মাযহাবি আহলিত তাসাউউফ- ইমাম কালাবাযি র.
১৮। আওয়ারিফুল মাআরিফ- ইমাম শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি র.
১৯। ইলমে গাইব, হাজির নাজির ও নূরের সৃষ্টি – মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সূচীপত্র

﴿وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾[1]

التَّبَرُّكَاتُ المُحَمَّدِيَّةُ فِيْ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَة

সহিহ হাদিসে তাবাররুকাতে মুহাম্মাদি

الحَمْدُ للهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ ، وَعَلى آلِه وَصَحْبِه وَمَنْ وَّالَاه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه ، أُوْصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[2]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি এবং পরবর্তীতে তাঁর ব্যবহৃত পবিত্র নিদর্শনাদির মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ সাহাবীদের যুগ থেকে প্রচলিত রয়েছে। তাবাররুক গ্রহণের এই সুযোগকে বিশিষ্ট সাহাবিগণ থেকে পরবর্তী যুগের যুগের মুজতাহিদ ইমামগণ প্রত্যেকেই অফুরন্ত সৌভাগ্যলাভের উপায় হিসেবে দেখে এসেছেন। এ বিষয়ে হকপন্থী আলিমদের মধ্যে কখনও কোনো মতপার্থক্য ছিল না।

বর্তমান যুগে বস্তুবাদিতা এবং আচারসর্বস্বতা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। কিছু কিছু মানুষের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই তাবাররুক গ্রহণকে অস্বীকার করছেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাবাররুক নেয়াকে ঈমান পরিপন্থী বিষয় হিসেবেও প্রচার করছেন। সাধারণ মানুষ যাতে বিভ্রান্ত না হন, তাঁদের মনে যেন অবান্তর প্রশ্ন না জাগে, সেজন্য আমরা শুধু সহিহ আল বুখারি এবং সহিহ আল মুসলিম থেকে কিছু হাদিস পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থের সমস্ত হাদিস আনলে কয়েকটি খণ্ডের বই হয়ে যাবে। সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে আমরা সহিহ বুখারি এবং মুসলিমের সব হাদিসও উল্লেখ করিনি। এই হাদিসগুলোতে পাঠকগণ তাঁদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

যে রুমালের বিনিময়ে দশ হাজার মুসলিম বন্দি মুক্তি পেয়েছিল

৩৩১ হিজরির কথা। রোমসম্রাট খলিফা আল মুত্তাকি বিল্লাহর কাছে একটি রুমাল চেয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন। তার ধারণা ছিল ঈসা মসিহ আলাইহিস

---

[1] سورة النمل ، آية 30

[2] آل عمران 102

সালাম ঐ রুমালটি দিয়ে নিজের মুখ মুছেছিলেন। ফলে তাঁর মুখের ছবি রুমালে বসে গিয়েছিল। রুমালটি রুহা নামক এলাকার একটি গীর্জায় সংরক্ষিত ছিল। তিনি জানিয়ে দিলেন, খলিফা রুমালটি দিয়ে দিলে তিনি বিরাট সংখ্যক মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। আল মুত্তাকি বিল্লাহ তখন ফকিহ আর কাজিদের ডাকলেন। এ বিষয়ে তাঁদের মতামত চাইলেন। কিন্তু তাঁরা একমত হতে পারলো না। একদলের মত ছিল, রুমালটি সম্রাটকে দিয়ে মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি করা হোক। আরেকদল বললেন, প্রাচীন কাল থেকেই এই রুমালটি ইসলামী রাষ্ট্রে রয়েছে। কোনো রোম সম্রাট ইতিপূর্বে কখনও এটা দাবী করেনি। তাদেরকে রুমাল হস্তান্তর করা মুসলমানদের জন্য লাঞ্ছনাকর।

আগত ব্যক্তিদের মধ্যে উযির আলি ইবন ঈসা ছিলেন। তিনি বললেন, 'এই রুমাল রক্ষার চেয়ে মুসলমানদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা, তাঁরা যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আছে, তা থেকে ছাড়িয়ে আনা বরং বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। তখন খলিফা রুমালটি দিয়ে বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে বললেন। এরপর তারা মুক্তি পেলেন।[3]

---

[3] الكامل في التاريخ / عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ) ج 7 ص 122
-تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك المؤلف: محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) ج 11 ص 340
- تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء المؤلف: يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي (المتوفى: 458هـ) ص 42
-تكملة تاريخ الطبري المؤلف: أبو الحسن الهمذاني المعروف بالمقدسي (ت 521هـ) ص 153
-المنتظم في تاريخ الأمم والملوك المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) ج 14 ص 27
-مرآة الزمان في تواريخ الأعيان المؤلف: شمس الدين أبو المظفر المعروف بـ «سبط ابن الجوزي» (581 - 654 هـ) ج 2 ص 419
-تاريخ مختصر الدول المؤلف: غريغوريوس (واسمه في الولادة يوحنا) ابن أهرون (أو هارون) بن توما الملطي، أبو الفرج المعروف بابن العبري (المتوفى: 685هـ) ج 1 ص 165
-المختصر في أخبار البشر المؤلف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي الملك المؤيد، صاحب حماة (المتوفى: 732هـ) ج 2 ص 91
-نهاية الأرب في فنون الأدب المؤلف: أحمد بن عبد الوهاب ، شهاب الدين النويري (المتوفى: 733هـ) ج 23 ص 172
-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام المؤلف: شمس الدين الذهبي (المتوفى: 748هـ) ج 25 ص 5
- تاريخ ابن الوردي المؤلف: أبو حفص، زين الدين ابن الوردي المعري الكندي (المتوفى: 749هـ) ج 1 ص 266

‘আমরা শিশুদের জন্য এর বরকত গ্রহণ করি’

ইমাম মুসলিম আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ [4]

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলায়মের বাসায় যেতেন এবং তার বিছানায় আরাম করতেন। উম্মু সুলায়ম তখন বাসায় থাকতেন না। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘একদিন তিনি এসে তার বিছানায় ঘুমালেন। উম্মু সুলায়মকে বলা হলো, ‘ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার ঘরে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে গেছেন।’ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উম্মু সুলায়ম ঘরে ঢুকলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘেমে গিয়েছিলেন, তাঁর ঘাম চামড়ার বিছানার উপর জমে গিয়েছিল। উম্মু সুলায়ম তার কৌটা খুলে সে ঘাম মুছে মুছে ছোট একটি বোতলে ভরতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ জেগে উঠলেন এবং বললেন, ‘উম্মু সুলায়ম! তুমি কি করছ?’ তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের শিশুদের

-البداية والنهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) ج 15 ص 150

-مآثر الإنافة في معالم الخلافة المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: 821هـ) ج 1 ص 297

-خريدة العجائب وفريدة الغرائب، سراج الدين أبو حفص بن الوردي، البكري القرشي، المعري ثم الحلبي (المتوفى : 852هـ) ص 112

- مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (المتوفى: 874هـ) ج 1 ص 195

-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة المؤلف: يوسف بن تغري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (المتوفى: 874هـ) ج 3 ص 278

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المؤلف: حسين بن محمد بن الحسن الدِّيار بَكْري (المتوفى: 966هـ) ج 2 ص 352 وفيه " وأرسل ملك الروم يقول للمتقى ان أرسلت هذا المنديل أطلقت لك عشرة آلاف أسير من المسلمين "

- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ج 34 ص 235

- الموسوعة التاريخية ج 3 ص 48

[4] صحيح مسلم (2331) ، مسند أحمد 13310 ، 13366

জন্য এর বরকত নিচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ভাল করেছ।'

আনাস রা. আরও বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ قَالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ، قَالَ :فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ[5]

'উম্মে সুলায়ম (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তিনি সেখানেই ঐ চামড়ার বিছানার উপর কায়লুলা করতেন। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি তার শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করতেন এবং তা একটা শিশির মধ্যে জমাতেন এবং তাকে 'সুক্ক' নামক সুগন্ধির মধ্যে মিশাতেন।' রাবী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবনু মালিক এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি আমাকে অসিয়ত করলেন, যেন ঐ 'সুক্ক' থেকে কিছুটা তার সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তা তার সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

ইমাম নববি র. বলেন, 'উম্মু হারাম ছিলেন উম্ম সুলায়মের বোন। দুজনেই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালা সম্পর্কীয় ছিলেন- সরাসরি বংশীয় ভাবে নয়তো দুধসম্পর্কের ভিত্তিতে। এজন্য তাঁর জন্য তাদের কাছে অন্যদের উপস্থিতি ছাড়াও যাওয়া বৈধ ছিল। তিনি বিশেষভাবে তাঁদের দুজনের কাছে যেতেনও। এছাড়া তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়া অন্য কোন নারীর কাছে তিনি যেতেন না।'[6]

'তিনি আমার মুখে কুলি করে পানি দিয়েছিলেন'

মাহমুদ ইবন রাবি রা. বলেন,

عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ[7]

---

[5] صحيح البخاري 6281

[6] شرح مسلم للنووي ، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك

[7] صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب متى يصح سماع الصغير ، رقم 77 أيضا 189 ، 1185 ، 6354

'আমার মনে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।'

'তোমার চাদর খুলে ধর'

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ " ابْسُطْ رِدَاءَكَ " فَبَسَطْتُهُ. قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " ضُمُّهُ " فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ[8]

'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমি আপনার কাছ থেকে অনেক হাদিস শুনলেও ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদর খুলে ধর। আমি খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মত করে বললেন, এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।'

'দেখলাম, তাঁর আঙুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে'

আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ[9]

'আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন উযূর পানি খুঁজতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু পানি আনা হল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উযূ করতে বললেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তার দ্বারা উযূ করল|

---

[8] صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب حفظ العلم ، حديث 119 ، كتاب المناقب 3648
-سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، مناقب أبي هريرة ، حديث 3835

[9] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث 169 أيضا 3573 /
-مسلم 2279 / الترمذي 3631 / النسائي 76 / مالك 68 / أحمد 12348

‘সবাই শরীরে মাখলেন এবং পান করলেন’

আবু জুহায়ফা ﵁ থেকে বর্ণিত,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺبِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ[10]

‘একবার দুপুরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে ওজুর পানি এনে দেওয়া হল। তখন তিনি ওজু করলেন। লোকেরা তাঁর ওজুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের দু’রাকআত সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর সামনে তখন একটি লাঠি ছিল।’

আবূ মূসা ﵁ বলেন,

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا[11] وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ[12]

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিসহ একটি পাত্র আনালেন। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারক ধুলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাঁদের দু’জন [আবূ মূসা ﵁ ও বিলাল ﵁]-কে বললেন, তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও বুকে ঢাল।’

‘যে পানি পায়নি, সে সাথীর ভেজা হাত থেকে আর্দ্রতা নিচ্ছিল’

আবু জুহাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে,

وَرَأَيْتُ بِلاَلًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ[13]

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ওজুর পানি নিয়ে বিলাল ﵁ কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর ওজুর পানির জন্যে

---

[10] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث 187 ، 501

[11] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث 188

[12] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث 189 ، كتاب الشروط 2732 / مسند أحمد 18928

[13] صحيح البخاري 376 ، 3566 ، 5859

প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত হতে নিয়ে নিচ্ছে।'

সায়েব ইবন ইয়াযিদ রা. বলেন,

ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ[14]

'আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগিনা অসুস্থ'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। এরপর ওজু করলেন। আমি তাঁর ওজুর (অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে নুবূওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম। তা ছিল পর্দার ঘুণ্টির মত।'

'সবাই তাঁর পবিত্র হাত নিঃসৃত পানিতে অজু করলেন'

আনাস ﵁ বলেন,

حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ المَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي المِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا قُلْتُ: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ :ثَمَانُونَ رَجُلًا وَزِيَادَةً[15] وَعَنْهُ: دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ، مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ[16] وَفِي رِوَايَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ [17]

সালাতের সময় উপস্থিত হল (কিন্তু পানির ব্যবস্থা না থাকায়) যাদের বাড়ি মসজিদের কাছে ছিল, তাঁরা ওজু করার জন্য নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেলেন (যাদের উযূর কোন ব্যবস্থা ছিল না)।

---

[14] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث 190 ، كتاب المناقب باب خاتم التبوة 3541 ، كتاب المرضى 5670 ، كتاب الدعوات 6352 / صحيح مسلم ، كتاب الفضائل 2345 / سنن الترمذي ، أبواب المنافق 3643

[15] صحيح البخاري 195 ، 3573، 3575

[16] صحيح البخاري 200 ، 3574 ، صحيح مسلم 2279 ، سنن الدارمي 28

[17] صحيح البخاري 3572

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পাথরের একটি (ছোট্ট) পাত্র আনা হল। এতে সামান্য পানি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট্ট হওয়ায় হাতের আঙ্গুল প্রসারিত করতে পারলেন না বরং একত্রিত করে রেখে দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই ঐ পানি দিয়ে ওজু করে নিলেন। হুমাইদ (একজন রাবী) রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আনাস ﵁ জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আশি জন। আরেক বর্ণনায় তিনশ জনের কথাও রয়েছে।

‘আমি সেটাকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নেব’

মাহমুদ ইবন রাবি আল আনসারি ﵁ বলেন,

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ[18] أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَفْعَلُ إِنْ- شَاءَ اللَّهُ، قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [19]

‘ইতবান ইবনু মালিক ﵁ (তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন বদরি সাহাবী ছিলেন এবং একজন আনসারও ছিলেন) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি (সালাতে) আমার গোত্রের ইমামতি করি। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয়, তখন আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা পানিতে ডুবে যায়। ফলে তখন আমি তাদের (সালাতের জন্য) মসজিদে আসতে পারি না। অতএব, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আমার ঘরে আসবেন এবং আমার ঘরের কোন একটি অংশে সালাত আদায় করবেন। আর আমি সেই

---

[18] وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ

[19] صحيح البخاري 425 ، 5401 / صحيح مسلم 54 ، 263 / مسند أحمد 16484 ، 23771

স্থানটি আমার সালাতের স্থান হিসাবে ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমি তা করব।

ইতবান ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদিন দ্বিপ্রহরে আবূ বাকর ﵁ কে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে আসেন এবং প্রবেশের অনুমতি চান। আমি তাকে অনুমতি দিলে তিনি প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার ঘরের কোন অংশে আমার সালাত আদায় পছন্দ কর? তখন আমি আমার ঘরের একটি কোণের প্রতি ইঙ্গিত করলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। আমরাও তার পেছনে দাঁড়ালাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফেরালেন।'

মুসা ইবন উকবা বলেন,

رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ، وَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ[20]

আমি সালিম ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহকে রাস্তার বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতাও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

মূসা ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নাফি রাহিমাহুল্লাহও আমার কাছে ইবনু উমর ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সালিম রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি। আমার জানামতে তিনিও সেসব স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নাফী রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে একমত পোষণ করেছেন; তবে 'শারাফুর-রাওহা' নামক স্থানের মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।'

ইয়াযিদ ইবন আবি উবায়দ থেকে বর্ণিত,

---

[20] صحيح البخاري 483

كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ[21]، فَقُلْتُ :يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ :فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا[22]

'আমি সালামা ইবনুল আকওয়া ﷺ এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর স্তম্ভের কাছে সালাত আদায় করতেন, যা ছিল মাসাহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম হে আবূ মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কি?) তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

ইবন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا : أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ :بَيْنَ العَمُودَيْنِ المُقَدَّمَيْنِ[23]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উসামাহ ইবনু যায়দ, বিলাল ও 'উসমান ইবনু তালহা ﷺ বাইতুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন খুলে দিলেন তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কাবার ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়ামানের দিকের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে।

নাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا

---

[21] قَالَ الْحَافِظُ: قَوْلُهُ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِعٌ خَاصٌّ بِهِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوقٌ يُوضَعُ فِيهِ وَالْأُسْطُوَانَةُ الْمَذْكُورَةُ حَقَّقَ لَنَا بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَنَّهَا الْمُتَوَسِّطَةُ فِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ وَأَنَّهَا تُعْرَفُ بِأُسْطُوَانَةِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَوْ عَرَفَهَا النَّاسُ لاضطربوا عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ وَإِنَّهَا أسرتها إِلَى بن الزُّبَيْرِ فَكَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا ثُمَّ وَجَدْتُ ذَلِكَ فِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْنِ النَّجَّارِ وَزَادَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا

[22] صحيح البخاري 502 ، صحيح مسلم 509 ، مسند أحمد 16516

[23] صحيح البخاري 504

مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ، قَالَ :وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ[24]

আবদুল্লাহ ইবন উমর ﷺ যখন কা‘বা শরীফে প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল ﷺ তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ কা’বা ঘরে যে-কোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করাতে আমাদের কারো কোন দোষ নেই।

‘বরকতের উট’

একজন সাহাবি বলেছেন,

وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺعَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ، قَالَ : بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ، قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا تَزَوَّجْتَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا" ، قُلْتُ :ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ : ائْتِ أَهْلَكَ، فَقَدِمْتُ، فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الجَمَلِ، فَلاَمَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الجَمَلِ وَالجَمَلَ، وَسَهْمِي مَعَ القَوْمِ[25]

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে একবার আমাদের একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে নিয়ে পেছনে পড়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন থেকে উটটিকে চাবুক মারেন এবং বলেন, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তবে মদিনা পর্যন্ত তুমি এর উপর সাওয়ার হতে পারবে। আমরা যখন মদিনার নিকটে আসলাম তখন আমি তাঁর কাছে জলদি বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নব বিবাহিত। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে

---

[24] صحيح البخاري 506 ، 1599
[25] صحيح البخاري 2406

করেছ, না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ رضي الله عنه ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হয়েছেন। তাই আমি বিবাহিতা বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বললেন, তবে তোমার পরিবারের নিকট যাও।

আমি গেলাম এবং উট বিক্রির কথা আমার মামার কাছে বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার নিকট উটটি ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এটিকে আঘাত করার ও তার (মু'জিযার) কথা উল্লেখ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছলে আমি উটটি নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হলাম। তিনি আমাকে উটটির মূল্য এবং উটটিও দিয়ে দিলেন। আর লোকদের সঙ্গে আমার (গণীমতের) অংশ দিলেন।

'তাঁর ওযুর পানি নেয়ার জন্য সাহাবিদের তুমুল প্রতিযোগিতা'

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ :فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺنُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ :أَيْ قَوْمِ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺمُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا[26]

[হুদায়বিয়ার সন্ধির হাদিসের একটি অংশ] 'উরওয়াহ চোখের কোণ দিয়ে সাহাবীদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা তারা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ

---

[26] صحيح البخاري 2731 ، 2732

তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। অতঃপর 'উরওয়াহ তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর নিকটে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার, কিসরা ও নাজ্জাশী সম্রাটের নিকটে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের মত এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নেয়ার জন্য সাহাবীগণের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনি কথা বলেলে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের নিকট একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও।'

'দু'আর বরকতেই চোখ ও কান দিয়ে উপকৃত হচ্ছি'

জা'দ ইবন আব্দুর রহমান বলেন,

رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، جَلْدًا مُعْتَدِلًا، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ: مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺإِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺإِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكٍ، فَادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ : فَدَعَا لِي[27]

'আমি 'সাইব ইবনু ইয়াযীদকে চুরানব্বই বছর বয়সে সুস্থ-সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি এখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'আর বরকতেই চোখ ও কান দিয়ে উপকৃত হচ্ছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগিনাটি পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহর নিকটে দু'আ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দু'আ করলেন|'

'সাহাবিগণ তাঁর হাত নিয়ে নিজেদের চেহারায় লাগাতেন'

আবু জুহায়ফা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

---

[27] صحيح البخاري 3540

وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ[28]

'সালাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উভয় হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও চেহারায় বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত মুবারক ধারণ করতঃ আমার চেহারায় বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত তুষার চেয়ে স্নিগ্ধ শীতল ও কস্তুরীর চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছিল।'

'আমরা এক লক্ষ হলেও সে পানি যথেষ্ট হতো'

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ، فَجَعَلَ المَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، كَأَمْثَالِ العُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ :كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ :لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً[29]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাবিয়ায় অবস্থান কালে একদিন সাহাবায়ে কেরাম পানির পীপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি ওজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলে ঐ দিকে ধাবিত হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি ব্যতীত ওজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি ছুটিয়ে বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই পানি পান করলাম আর উযূ করলাম। সালিম রাহিমাহুল্লাহ (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম, তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনেরশ'। বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كُنَّا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا، حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ البِئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ

[28] صحيح البخاري 3553

[29] صحيح البخاري 3576 ، 4152 / صحيح مسلم 1856 / مسند أحمد 14181 ، 14522

وَمَجَّ فِي البِئْرِ فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا، وَرَوَتْ، أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا[30]

'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হুদাবিয়ায় চৌদ্দশ লোক ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কুপ, আমরা সেখান থেকে এমনভাবে পানি উঠালাম যে, এক ফোঁটা পানিও বাকী থাকলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। (সামান্য পানি আনা হল) তিনি কুলি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃপ্ত হল। অথবা বলেছেন, আমাদের উটগুলো পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করল।

'সে মুসলমান হলো এবং অন্যরাও মুসলমান হলো'

ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন,

وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا :أَيْنَ المَاءُ؟ فَقَالَتْ :إِنَّهُ لاَ مَاءَ، فَقُلْنَا :كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ :يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقُلْنَا :انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ :وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ- الَّذِي حَدَّثَتْنَا، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا، فَمَسَحَ فِي العَزْلاَوَيْنِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ مِنَ المِلْءِ، ثُمَّ قَالَ : هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الكِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ :لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا[31]

[খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়] আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা আমাদের নযরে পড়লো। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল একদিন ও একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট চল। সে বলল,

---

[30] صحيح البخاري 3577 ، 4150 ، 4151 ، 4152
[31] صحيح البخاري 3571

রাসূলুল্লাহ কি? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে নিয়ে গেলাম।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে এসেও সে আমাদেও সাথে সে আগে যা বলেছিল, একই কথা বললো। তবে তাঁর কাছে সে আরেকটু বাড়িয়ে বলল সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মাতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি মশক দু'টির মুখে হাত বুলালেন। আমরা তৃষ্ণাকাতর চল্লিশজন মানুষ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তারপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলোকে পানি পান করানো হয়নি।

এত সবের পরও মহিলার মশকগুলি এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার জাতীয়) যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর আর রুটির টুকরা জমা করে তাকে দেয়া হল। এ নিয়ে মহিলা আনন্দের সাথে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সে সকলের কাছে বলল, আমার সাক্ষাত হয়েছিল এক মহা যাদুকরের সাথে অথবা মানুষ যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ধারণা করে তার সাথে। আল্লাহ্ এই মহিলার মাধ্যমে এ বস্তিবাসীকে হেদায়াত দান করলেন। মহিলাটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বস্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

দশ জন করে অনুমতি দাও

আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন,

قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ :نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلاَثَتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : بِطَعَامٍ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ : قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ :يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا

نُطْعِمُهُمْ؟ فَقَالَتْ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا [32]

'একদিন আবূ তালহা ﵁ উম্মে সুলায়ম ﵂ কে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দূর্বল আওয়াজ শুনতে পেলাম, যার মাঝে আমি ক্ষুধার আভাষ পেলাম। তোমার কাছে কি কিছু আছে? উম্মে সুলায়ম ﵂ বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। এরপর তার ওড়নাটি নিলেন এবং এর কিছু অংশে রুটিগুলি পেঁচিয়ে নিলেন। আনাস ﵁ বলেন, এরপর তিনি আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মসজিদে পেলাম। এবং কতিপয় লোক তাঁর সঙ্গে রয়েছে। আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেনঃ উঠ (আবূ তালহার কাছে যাও)। তখন তাঁরা আবূ তালহার নিকট চললেন। আমি তাদের আগে আগে যেতে লাগলাম। অবশেষে আবূ তালহার কাছে এসে উপস্থিত হলাম এবং তাকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন আবূ তালহা ﵁বললেন, হে উম্মে সুলায়ম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই তো আমাদের কাছে তশরীফ এনেছেন অথচ আমাদের নিকট তো এমন কোন খাদ্যই নেই যা তাদের খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলায়ম ﵂ বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

[32] صحيح البخاري 3578 ، 5381 ، 6688 / صحيح مسلم 2040 / سنن الترمذي 3630 / الدارمي 44 / موطأ 2684

আবূ তালহা ﵁ রেরিয়ে এলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ তালহা ﵁ উভয়ই সামনাসামনি হলেন এবং উভয়ই একত্রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে উম্মে সুলায়ম! তোমার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এসো। তখন উম্মে সুলায়ম ﵁ ঐ রুটিগুলি তার সামনে পেশ করলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রুটিগুলি ছেঁড়ার জন্য হুকুম করলেন। তখন রুটিগুলি টুকরা টুকরা করা হল।
উম্মে সুলায়ম ﵁ তার ঘি এর পাত্র থেকে ঘি নিংড়ে বের করলেন এবং তাতে মিশ্রিত করে দিলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু পাঠ করলেন এবং বললেন, দশজন লোককে অনুমতি দাও। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন তারা সকলেই আহার করলেন, এমন কি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থকে বের হলেন। এরপর তিনি আবার বললেন, (আরও) দশজনকে অনুমতি দাও। তখন তাদেরকে অনূমতি দেয়া হল। এভাবে তারা সকলেই আহার করলেন, এমনকি সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে সেখান থেকে বের হলেন। এরপর আবারো তিনি বললেন, আরো দশজনকে আসতে দাও। দলের লোক সংখ্যা ছিল সত্তর বা আশি জন।

‘সবাই আসো এই বরকতময় পানি নিতে’

আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ ﵁ বলেন,

كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ المَاءُ، فَقَالَ : اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ[33]

‘আমরা (সাহাবাগণ) অলোকিক ঘটনাসমূহকে বরকত ও কল্যাণকর মনে করতাম আর তোমরা (যারা সাহাবী নও) ঐ সব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমে আসল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[33] صحيح البخاري 3579 / سنن الدارمي 29 / مسند أحمد 4393

বললেন, অতিরিক্ত পানি তালাশ কর। (তালাশের পর) সাহাবাগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভেতর সামান্য পানি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। সময় বিশেষে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের তাসবীহ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হতো|'

'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গীগণ ও তাঁদের সঙ্গীগণের ফযিলত'

'আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ :فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ :هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ :هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ :نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ[34]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জনগনের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ সাহাবী) তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগনের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্য লাভে ধন্য কিংবা কোন ব্যাক্তির (সাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবেয়ী) তখন তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন, যিনি রাসূল

---

[34] صحيح البخاري 3649 / مسند أحمد 11041

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণের সাহচার্য লাভকারী কোন ব্যক্তির (তাবেয়ীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ী) বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে-তাবেয়ীর বরকতে) জয়ী করা হবে।'

'এমনভাবে সুস্থ্য হলো যেন কখনও আহত হয়নি'

বারা ইবন আযিব ﵁ বলেন,

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ اليَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي- حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ :اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ البَوَّابُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ :إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ البَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ، قَالَ :فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلاَلِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ، قُلْتُ :إِنِ القَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ، لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ البَيْتِ، فَقُلْتُ :يَا أَبَا رَافِعٍ، قَالَ :مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ، فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ :مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ فَقَالَ :لِأُمِّكَ الوَيْلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي البَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ :فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلْتُ :لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ: أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ :أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ :النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ : ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ [35]

[35] صحيح البخاري 4039

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহুদী আবূ রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবূ রাফি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদের সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে) আবদুল্লাহ (ইবনু আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে। প্রবেশ করার জন্য দ্বাররক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব।

আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকে রাখল। (আবদুল্লাহ ইবনু আতীক رضي الله عنه বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজা খুললাম। আবূ রাফির নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলায় কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এসময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতর থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন্ অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবূ রাফি‘ বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তাকে কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে তার আপন লোকের মতো) জিজ্ঞেস

করলাম, আবূ রাফি’ এ আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ আগে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনু ‘আতীক বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারির ধারালো দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি (আছাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনি আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। দ্রুত আমি আমার মাথার পাগড়ী দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরে উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবূ রাফীর মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবূ রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা টি লম্বা করে দাও। আমি আমার পা টি লম্বা করে দিলে তিনি সেখানে হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি।

‘ডেকচি নামাবে না, খামির থেকে রুটিও বানাবে না’

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. বলেন,

لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ :هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ :لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ

شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هَلًا بِهَلّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ . فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ :بِكَ وَبِكَ، فَقُلْتُ :قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ[36]

যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোনো কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ্ করলাম এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। আর আমার স্ত্রী যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করে চললাম|

তখন স্ত্রী বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা' যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজন কে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীগণ! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই-কিরাম সহ তাশরীফ আনলেন, এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। (তুমি এ কি করলে?

---

[36] صحيح البخاري 4102 / صحيح مسلم 2039

এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে নগণ্য) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন।

এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, (হে জাবির) রুটি প্রস্তুতকারিনীকে ডাকো। সে আমার কাছে বসে রুটি বানাক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত পরিবেশন করুক। তবে চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরি হচ্ছিল|

আইমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَتَيْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ :إِنَّا يَوْمَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَاءُوا النَّبِيَّ ﷺفَقَالُوا :هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ، فَقَالَ : أَنَا نَازِلٌ .ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ المِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي :رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ :عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحَتِ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالعَجِينُ قَدْ انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلْتُ :طُعَيِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ، قَالَ : كَمْ هُوَ، فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ " :كَثِيرٌ طَيِّبٌ، قَالَ :قُلْ لَهَا: لاَ تَنْزِعِ البُرْمَةَ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ، فَقَالَ :قُومُوا "فَقَامَ المُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ :وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ :هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ :نَعَمْ، فَقَالَ : ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي هَذَا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ[37]

[37] صحيح البخاري 4101

আমি জাবির ﷺ এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দকের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের ভিতর একটি শক্ত পাথর বেরিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে নামব। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। আর তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন ধরে অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদই চাখিনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুরাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখলাম, যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বাকরীর বাচ্চা আছে। তখন বাকরীর বাচ্চাটি আমি জবাই করলাম এবং সে যব পিষে দিল। এরপর গোশত ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দু'জন সঙ্গে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি তাঁর কাছে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, এ-তো অনেক, বেশ ভাল। তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত উনুন থেকে ডেকচি ও রুটি যেন না নামায়। এরপর তিনি বললেন, উঠ! মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন। জাবির ﷺ তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুহাজির, আনসার আর তাঁদের সাথীদের নিয়ে চলে এসেছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী বললেন, তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর কিন্তু ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর উপর গোশত দিয়ে সাহাবীগণের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। তিনি ডেকচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট পুরে খাওয়ার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবিরের

স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে|

‘থুথু লাগিয়ে দিতেই চোখ ভালো হয়ে গেলো’

সাহল ইবনু সা’দ ﵁থেকে বর্ণিত, তিনি খায়বার বিজয়ের দিন মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনলেন,

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ؟، فَقِيلَ :يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ، فَدُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ :نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ[38]

আমি আগামীকাল এমন এক ব্যাক্তিকে পতাকা দিব, যাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে ঐ পতাকা দেয়া হবে। যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে হাযির হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে, পতাকা তাকে দেয়া হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইবনু আবূ তালিব কোথায়? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু’আও করলেন।

এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পতাকাটি দিলেন। আলী ﵁ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা অগ্রসর হতে থাক এবং তাদের আঙ্গিনায় উপনীত হয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, তোমাদের দ্বারা যদি

---

[38] صحيح البخاري 2942 ، 3009 ، 3701 ، 4210 / صحيح مسلم 2406

একটি মানুষও হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লাল রঙের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।

‘তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও’

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ :أَلاَ تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ : أَبْشِرْ، فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلاَلٍ كَهَيْئَةِ الغَضْبَانِ، فَقَالَ : رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا قَالاَ: قَبِلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا .فَأَخَذَا القَدَحَ فَفَعَلاَ، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ :أَنْ أَفْضِلاَ لِأُمِّكُمَا، فَأَفْضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً[39]

আবু মুসা ﵁ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ﵁ সহ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী জিরানা নামাক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণ কর- কথাটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি আবূ মূসা ও বিলাল ﵁ এর দিকে ফিরে রাগী ভঙ্গিতে ফিরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম, এরপর তিনি পানি ভরে একটি পাত্র আনতে বললেন। (পানি আনা হল) তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমন্ডল ধুয়ে কুল্লি করলেন। তারপর [আবূ মূসা ও বিলাল ﵁ -কে] বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমন্ডলি ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে যথা নির্দেশ কাজ করলেন। এমন সময় উম্মে সালামা ﵂ পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও। অতএব তাঁরা এ থেকে অবশিষ্ট কিছু উম্মে সালামা ﵂ এর জন্য রেখে দিলেন

‘এরপর আমি আর কখনও ঘোড়া থেকে পড়িনি’

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[39] صحيح البخاري 4328 / صحيح مسلم 2497

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ فَقُلْتُ: بَلَى، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ، قَالَ :وَكَانَ ذُو الخَلَصَةِ بَيْتًا بِاليَمَنِ لِخَثْعَمَ، وَبَجِيلَةَ، فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ الكَعْبَةُ، قَالَ :فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا، قَالَ :وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ اليَمَنَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلاَمِ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا هُنَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ، قَالَ :فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ :لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَنَّ: أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ؟ قَالَ :فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، قَالَ :فَبَرَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ[40]

'আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? আমি বললামঃ অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার। কিন্তু আমি ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! একে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর ﵁ বলেনঃ এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরো বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি ছিল যেগুলোর পূজা করা হত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কা'বা। রাবী (কায়স) বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর একে ভেঙ্গে চুরে ফেললেন। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর ﵁ ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করত।

[40] صحيح البخاري 4357 ، 4356 ، 3036 ، 3076 ، 3020 ، 6090 ، 6333 ،

লোকটিকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও করেন তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর যখন সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই অবস্থায় জারীর ﵁সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই- এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করল। এরপর জারীর ﵁ আবূ আরতাত ডাক নাম বিশিষ্ট আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাঠালেন এ সংবাদ শোনানোর জন্য। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে সত্তার কসম করে বলেছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী সহকারে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের মতো কালো করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের বারকাতের জন্য পাঁচবার দু‘আ করলেন। অবশেষে জারীর ﵁ সেখানে গেলেন। ঐ মন্দিরিটি ভেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। জারীর ﵁ এর দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের ন্যায় করে ছেড়েছি। (অর্থাৎ তা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দুআ করলেন।’

‘যারা হাজির ছিল, তাদেরকে দিলেন আর যারা ছিল না, তাদের জন্য উঠিয়ে রাখলেন’

আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর ﵁ থেকে বর্ণিত,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟، فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ، مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ :أَمْ هِبَةً؟" ، قَالَ :لاَ بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى

مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ البَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللَّهِ، مَا فِي الثَّلاَثِينَ وَالمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، فَفَضَلَتِ القَصْعَتَانِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى البَعِيرِ[41]

'একবার আমরা একশ' ত্রিশ জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের কারো কাছে কিছু খাবার আছে কি? দেখা গেল, জনৈক ব্যক্তির কাছে প্রায় এক সা' পরিমাণ খাবার আছে। এগুলো গুলিয়ে খামীর করা হলো। তারপর দীর্ঘ দেহী, দীর্ঘ কেশী এক মুশরিক ব্যক্তি একটি বকরির হাঁকিয়ে নিয়ে আসল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটা কি বিক্রির জন্য, না উপঢৌকন অথবা তিনি বললেনঃ দানের জন্য? লোকটি বললঃ না, আমি বরং বিক্রি করব। তিনি তার নিকট হতে সেটি কিনে নিলেন। পরে সেটি যব্হ করে বানানো হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরির কলিজা ইত্যাদি ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ! তিনি একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককেই এক টুকরা করে কলিজা ইত্যাদি দিলেন। যারা হাযির ছিল তাদের তো দিলেনই। আর যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের জন্যও তিনি টুকরাগুলো উঠিয়ে রাখলেন। তারপর খাবারগুলো দু'টো পাত্রে রাখলেন। আমরা সকলে তৃপ্তিসহ আহার করলাম। এরপরও দু' পাত্রে খাবার অবশিষ্ট থাকল। আমি তা উটের পিঠে তুলে নিলাম।'

'তার পাওনা শোধ করার পরও খেজুর উদ্বৃত্ত থেকে গেলো'

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ বলেন,

كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الجِدَادِ، وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ، فَجَلَسَتْ، فَخَلاَ عَامًا ، فَجَاءَنِي اليَهُودِيُّ عِنْدَ الجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَيَأْبَى، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنَ اليَهُودِيِّ فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ اليَهُودِيَّ، فَيَقُولُ :أَبَا القَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : افْرُشْ لِي فِيهِ فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ

---

[41] صحيح البخاري 2618 ، 5382 / صحيح مسلم 2056

فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ : يَا جَابِرُ جُدَّ وَاقْضِ فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرْتُهُ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ[42]

'মদিনায় এক ইয়াহূদী ছিল। সে আমাকে কর্জ দিত, আমার খেজুর পাড়ার মেয়াদ পর্যন্ত। রুমা নামক স্থানের পথের ধারে জাবির ﵁ -এর এক টুকরো জমি ছিল। আমি কর্জ পরিশোধে এক বছর বিলম্ব করলাম। এরপর খেজুর পাড়ার সময়ে ইয়াহূদী আমার কাছে আসল, আমি তখনো খেজুর পাড়তে পারিনি। আমি তার কাছে আগামী বছর পর্যন্ত সময় চাইলাম। সে অস্বীকার করল। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানো হল। তিনি সাহাবীদের বললেন, চলো জাবিরের জন্য ইয়াহূদী থেকে সময় নেই। তারপর তাঁরা আমার বাগানে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীর সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন। সে বলল, হে আবুল কাসিম! আমি তাকে আর সময় দেব না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথা শুনে উঠলেন এবং বাগানটির চারদিকে ঘুরে তার কাছে এসে আবার আলাপ করলেন। সে এবারও অস্বীকার করল।

এরপর আমি উঠে গিয়ে সামান্য কিছু তাজা খেজুর নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে রাখলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর বললেন, হে জাবির! তোমার ছাপড়াটা কোথায়? আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সেখানে আমার জন্য বিছানা বিছাও। আমি বিছানা বিছিয়ে দিলে তিনি এতে ঢুকে ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুম থেকে জাগলে আমি তাঁর কাছে আরেক মুষ্টি খেজুর নিয়ে আসলাম। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উঠে আবার ইয়াহূদীর সঙ্গে কথা বললেন। সে অস্বীকার করল। তখন তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন, হে জাবির! তুমি খেজুর পাড়তে থাক এবং ঋণ শোধ কর। এই বলে, তিনি খেজুর পাড়ার স্থানে বসলেন। আমি খেজুর পেড়ে ইয়াহূদীর পাওনা শোধ করলাম। এরপর আরও খেজুর উদ্বৃত্ত রইল। আমি বেরিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি বললে,ঃ তুমি সাক্ষী থাক যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

---

[42] صحيح البخاري 5443

‘তিনি খেজুর দিয়ে শিশুটির তাহনিক করে দিলেন’

আবূ মূসা ﵁ বলেন,

وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى[43]

‘আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দুআ করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।’ সে ছিল আবূ মূসার বড় সন্তান।’

আয়েশা ﵂ বলেন,

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ المَاءَ

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাহনিক করার জন্য একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলো। শিশুটি তাঁর কাপড়ের উপর পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা তিনি কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন।’

ইসলামী যুগে মদীনায় মুসলমানদের সর্বপ্রথম যে শিশুটি জন্ম নিয়েছিল, সে ছিল আসমা বিনত আবু বকর ﵂ এর। তাঁর এই পুত্র আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র মক্কায় থাকতেই গর্ভে এসেছিলেন। আসমা ﵂ বলেন,

فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ :إِنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُولَدُ لَكُمْ[44]

‘গর্ভকাল পূর্ণ হওয়া অবস্থায় আমি বেরিয়ে মদিনায় আসলাম এবং কুবায় অবতরণ করলাম। কুবাতেই আমি তাকে প্রসব করি। তারপর তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি একটি খেজুর আনতে বললেন। তা চিবিয়ে তিনি তার মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই লালাই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করেছিল। তারপর তিনি খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দু‘আ করলেন। (হিজরতের পরে) ইসলামে

---

[43] صحيح البخاري 5467 ، 6198 / صحيح مسلم 2145

[44] صحيح البخاري 5469 ، 3909

জন্মলাভকারী সেই ছিল প্রথম সন্তান। তাই তার জন্যে মুসলিমরা মহা আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ, তাদের বলা হতো, ইয়াহূদীরা তোমাদের জাদু করেছে, তাই তোমাদের সন্তান হয় না।
আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন,

كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ :مَا فَعَلَ ابْنِي، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ :هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ :وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ : أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ :احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ[45]

আবূ ত্বলহার এক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবূ ত্বলহা বাইরে গেলেন, তখন ছেলেটি মারা গেল। আবূ ত্বলহা ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ ছেলেটি কী করছে? উম্মু সুলাইম বললেন, সে আগের চেয়ে শান্ত। তারপর তাঁকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি আহার করলেন। তারপর উম্মু সুলাইমের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর উম্মু সুলাইম বললেনঃ ছেলেটিকে দাফন করে আস। সকাল হলে আবূ ত্বলহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে তাঁকে এ ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ গত রাতে তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে থেকেছ? তিনি বললেনঃ হাঁ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ! তাদের জন্য তুমি বারাকাত দান কর।
কিছুদিন পর উম্মু সুলাইম একটি সন্তান প্রসব করলেন। রাবী বলেনঃ) আবূ ত্বলহা আমাকে বললেন, তাকে তুমি দেখাশোনা কর যতক্ষণ না আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে যাই। অতঃপর তিনি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে গেলেন। উম্মু সুলাইম সঙ্গে কিছু খেজুর দিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (কোলে) নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার সঙ্গে কিছু আছে কি? তাঁরা বললেনঃ হাঁ, আছে। তিনি তা নিয়ে চিবালেন এবং তারপর মুখ থেকে

---

[45] صحيح البخاري 5470 ، 1301

বের করে বাচ্চাটির মুখে দিলেন। তিনি এর দ্বারাই তার তাহনিক করলেন এবং তার নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ।'

'বরকত তো আসে আল্লাহর কাছ থেকে'

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ رضي الله عنه বলেন,

قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺوَقَدْ حَضَرَتِ العَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى أَهْلِ الوُضُوءِ، البَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلْتُ لاَ آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ .قُلْتُ لِجَابِرٍ :كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ :أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ / خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً[46]

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম এ সময় আসরের সময় হয়ে গেল। অথচ আমাদের সঙ্গে বেঁচে যাওয়া সামান্য পানি ব্যতীত কিছুই ছিল না। তখন সেটুকু একটি পাত্রে রেখে পাত্রটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করা হল। তিনি পাত্রটির মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং আঙ্গুল ছড়িয়ে দিলেন। এরপর বললেনঃ আসো, যাদের ওজুর প্রয়োজন আছে। বরকত তো আসে আল্লাহর কাছ থেকে। জাবির رضي الله عنه বলেন, তখন আমি দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। লোকজন ওজু করল এবং পানি পান করল। আমিও আমার পেটে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকু পান করতে ত্রুটি করলাম না। কেননা আমরা জানতাম এটি বরকতের পানি। রাবী বলেন, আমি জাবির رضي الله عنه কে বললাম সে দিন আপনারা কত লোক ছিলেন? তিনি বললেনঃ এক হাজার চারশ- জন।

'তাঁর হাতের হিমেল পরশ এখনও কলিজায় অনুভব করছি'

আয়েশা বিনত সাদ রাহিমাহাল্লাহ বলেন, তার পিতা বলেছেন,

تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺيَعُودُنِي، فَقُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ : لاَ قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ : الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى

[46] صحيح البخاري 5639 ، 3576 ، 4152 ، 4153 ، 4154 ،

جَبْهَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي - فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ - حَتَّى السَّاعَةِ[47]

আমি যখন মক্কায় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি। আর আমার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। এ অবস্থায় আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাব? তিনি উত্তর দিলেনঃ না। আমি বললামঃ তাহলে অর্ধেক রেখে দিয়ে আর অর্ধেকের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তাহলে দু'তৃতীয়াংশ রেখে দিয়ে এক-তৃতীয়াংশ এর ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি? তিনি উত্তর দিলেনঃ এক-তৃতীয়াংশের পারো, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তারপর তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ, সা'দকে তুমি নিরাময় কর। তার হিজরত পুর্ণ করতে দিন। আমি আমার কলিজায় তাঁর হাতের হিমেল পরশ এখনও পাচ্ছি এবং মনে করি আমি তা কিয়ামত পর্যন্ত পাব।

'একটিমাত্র চুল দুনিয়া আর এর সবকিছুর চেয়ে প্রিয়'

ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا[48]

'আমি আবীদাহকে বললাম, আমাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চুল রয়েছে যা আমরা আনাস رضي الله عنه এর কাছ থেকে কিংবা আনাস رضي الله عنه এর পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর একটি চুল আমার নিকট থাকাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা অর্জনের চেয়ে অধিক পছন্দের।'

আনাস رضي الله عنه বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ[49]

---

[47] صحيح البخاري 5659
[48] صحيح البخاري 170
[49] صحيح البخاري 171

'রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাথা মুণ্ডন করতেন, আবু তালহা ﵁ সবার আগে তাঁর চুলগুলো সংগ্রহ করে নিতেন।'

উসমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাওহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ :أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاَثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ - فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا[50]

'আমাকে আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানিসহ উম্মে সালামার কাছে পাঠাল। (উম্মে সালামার কাছে রক্ষিত) একটি রূপার (পানি ভর্তি) পাত্র থেকে (আনাসের পুত্র) ইসরাঈল তিনটি আঙ্গুল দিয়ে কিছু পানি তুলে নিল। ঐ পাত্রের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকটি মুবারক চুল ছিল। কোন লোকের যদি চোখ উঠতো কিংবা অন্য কোন রোগ দেখা দিত, তবে উম্মে সালামার কাছ থেকে পানি আনার জন্য একটি পাত্র পাঠিয়ে দিত। আমি সে পাত্রের মধ্যে একবার লক্ষ্য করলাম, দেখলাম লাল রং এর কয়েকটি চুল আছে।'

উসমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাওহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا[51] وَ عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ :أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمَرَ[52]

'একবার আমি উম্মে সালামার ﵂ নিকট গেলাম। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকটি চুল বের করলেন, যাতে খিযাব লাগান ছিল।'

বনু মাওহাবের সুত্রে আরও বর্ণিত আছে, উম্মে সালামা ﵂ তাকে (ইবনু মাওহাব) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লাল রং এর চুল দেখিয়েছেন।

---

[50] صحيح البخاري 5896
[51] صحيح البخاري 5897
[52] صحيح البخاري 5898

‘এই চাদরটি তাঁকে পরিয়ে দাও’

উম্মু আতিয়্যাহ্ আনসারী ﵂ হতে বর্ণিত।

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺوَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ[53]

‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কন্যা যায়নাব ইন্তিকাল করলে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেনঃ তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে বেশিবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটি আমাদের দিকে দিয়ে বললেনঃ এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিয়ে দাও।’

‘এটা যাতে আমার কাফন হয়, সেজন্যই চেয়েছি’

সাহল ইবনু সা'দ ﵁ থেকে বর্ণিত

جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ :هَلْ تَدْرِيْ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ :نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، قَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ، فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْسُنِيهَا، قَالَ : نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ :مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ :وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ .قَالَ سَهْلٌ :فَكَانَتْ كَفَنَهُ[54]

একজন নারী একবার একটি বুরদা নিয়ে এলো। সাহল ﵁ বললেন, তোমরা জানো বুরদা কী? একজন উত্তর দিল হ্যাঁ, বুরদা হলো এমন চাদর যার পাড়ে নকশা করা থাকে। সেই নারী বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি এটি আমার নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরিধান করাবার জন্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহন করলেন। তখন তার এর প্রয়োজনও ছিল।

---

[53] صحيح البخاري 1253 ، 1254 ، 1257 ، 1258 ، 1261 ، 1263 / صحيح مسلم 939

[54] صحيح البخاري 1277 ، 2093، 5810 ، 6036

এরপর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। তখন সে চাদরটি ইযার হিসেবে তাঁর পরিধানে ছিল। দলের এক ব্যাক্তি হাত দিয়ে চাঁদরটি স্পর্শ করল এবং বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এটি পরতে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসলেন, যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছে ছিলো, তারপরে উঠে গেলেন এবং চাদরটি ভাঁজ করে এ ব্যাক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকেরা বললোঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এটি চেয়ে তুমি ভাল করনি। তুমি তো জানো যে, কোন প্রার্থীকে তিনি ব্যথিত করেন না। লোকটি বললো, আল্লাহর কসম! আমি কেবল এজন্যই চেয়েছি যে, যেদিন আমার মৃত্যু হবে, সে দিন যেন এ চাদরটি আমার কাফন হয়। সাহল رضي الله عنه বলেন, এটি তার কাফনই হয়েছিল।

'মহানবি ﷺএর পানির পাত্র থেকে পান করা'

قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ، فَقَالَ لِي " :انْطَلِقْ إِلَى المَنْزِلِ، فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَسَقَانِي سَوِيقًا، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا، وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ [55]

আবূ বুরদা رضي الله عنه বলেন, আমি মদিনায় আগমন করলে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে বললেনঃ চলুন ঘরে যাই। আমি আপনাকে এমন একটি পাত্রে পান করাবো, যেটিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করেছেন। আপনি ঐ সালাতের জায়গাটিতে সালাত আদায় করতে পারবেন, যেখানে নবী ﷺতার সালাত আদায় করেছিলেন। এরপর আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাকে ছাতুর শরবত পান করালেন এবং খেজুর খাওয়ালেন। তারপর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সালাত আদায়ের স্থানটিতে সালাত আদায় করে নিলাম।

হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি বলেন,

وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَأَيْتَ هَذَا الْقَدَحَ بِالْبَصْرَةِ وَشَرِبْتُ مِنْهُ وَكَانَ اشْتَرَى مِنْ مِيرَاثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفٍ[56]

---

[55] صحيح البخاري 7342
[56] فتح الباري شرح حديث 5638

'কুরতুবি মুখতাসারুল বুখারিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি সহিহ আল বুখারির একটি পুরোনো নুসখায় দেখেছেন যে, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারি নিজেই বলেছেন, আমি ঐ পাত্রটিকে বসরায় দেখেছি এবং সেটা সেটা থেকে পানও করেছি। পাত্রটির মালিক পাত্রটিকে নদর ইবন আনাসের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে আট লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন।'

আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন,

وَفِي الْحَدِيثِ التَّبَسُّطُ عَلَى الصَّاحِبِ وَاسْتِدْعَاءُ مَا عِنْدَهُ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَتَعْظِيمُهُ بِدُعَائِهِ بِكُنْيَتِهِ وَالتَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ[57]

'সঙ্গীর প্রতি উদারতাপূর্ণ হওয়া, কাছে থাকা খাবার আর পানীয় দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করা, উপনামে ডেকে তাঁকে সম্মান জানানো এবং নেককার বুযুর্গদের স্মৃতিবাহী বস্তু দিয়ে তাবাররুক হাসিল ইত্যাদির দলিল এই হাদিসে বিদ্যমান।'

'তিনি রাসূলুল্লাহ স. এর রাত্রিযাপনের স্থানটি খুঁজতেন'

মুসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত, তিনি সালিম ইবন আব্দুল্লাহ থেকে এবং তিনি তাঁর বাবা ইবন উমর ﷺ এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ "رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ " وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ[58]

'যুল-হুলাইফাহ ('আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। [রাবী মূসা ইবনু উকবাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন] সালিম রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে সাথে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসাবার স্থানটির খোঁজ করেন, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) উট বসিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাত যাপনের স্থানটি খোঁজ

---

[57] فتح الباري شرح حديث 5637

[58] صحيح البخاري 1535، 2336 ، 7345

করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদের ও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

‘আমার খেজুর এমনভাবে রয়ে গেলো, যেন কিছুই কমেনি’

জাবির ﵁ বলেন,

تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، العَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ : كِلْ لِلْقَوْمِ، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ[59]

‘(আমার পিতা) ‘আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম ﵁ ঋণী অবস্থায় মারা যান। পাওনাদারেরা যেন তাঁর কিছু ঋণ ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে সাহায্য চাইলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে বললে, তারা তা করল না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, যাও, তোমার প্রত্যেক ধরনের খেজুরকে আলাদা আলাদা করে রাখ, আজওয়া খেজুর আলাদা এবং আযকা যায়দ খেজুর আলাদা করে রাখ। পরে আমাকে খবর দিও। আমি [জাবির ﵁] তা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে খবর দিলাম। তিনি এসে খেজুরের (স্তুপ এর) উপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, পাওনাদারদের মেপে দাও। আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম, এমনকি তাদের পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দিলাম। আর আমার খেজুর এরূপ থেকে গেল, যেন এ হতে কিছুই কমেনি।’

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ اليَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ،

---

[59] صحيح البخاري 2127 ، 2405 ، 3580 ، 4053/ مسند أحمد 14359

فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ : جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالفَضْلِ، فَقَالَ : أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الخَطَّابِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا [60]

তাঁর পিতা একজন ইয়াহূদীর কাছে হতে নেয়া ত্রিশ ওয়াসাক (খেজুর) ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেন। জাবির ﵁ তার নিকট (ঋণ পরিশোধের জন্য) সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করে। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ﵁ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কথা বললেন, যেন তিনি তার জন্য ইয়াহূদীর কাছে সুপারিশ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন, ঋণের বদলে সে যেন তার খেজুর গাছের ফল নিয়ে নেয়। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানে প্রবেশ করে সেখানে গাছের (চারদিকে) হাঁটাচলা করলেন। তারপর তিনি জাবির ﵁ -কে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করে দাও। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসার পর তিনি ফল পাড়লেন এবং তাকে পূর্ণ ত্রিশ ওয়াসাক (খেজুর) দিয়ে দিলেন এবং সতর ওয়াসাক (খেজুর) অতিরিক্ত রয়ে গেল। জাবির ﵁ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বিষয়টি অবহিত করার জন্য ইচ্ছা করলেন। তিনি তাঁকে আসরের সালাতরত অবস্থায় পেলেন। তিনি সালাত শেষ করলে তাঁকে অতিরিক্ত খেজুরের কথা অবহিত করলেন। তিনি বললেন, খবরটি ইবনু খাত্তাব (উমর)-কে পৌঁছাও। জাবির ﵁ ‘উমার ﵁ এর কাছে গিয়ে খবরটি পৌঁছালেন। ‘উমার ﵁ তাঁকে বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাগানে প্রবেশ করে হাঁটাচলা করলেন, তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিশ্চয় এতে বরকত দান করা হবে|’

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ﵁ বর্ণনা করেন,

---

[60] صحيح البخاري 2396 ، 2601 ، 2709

أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي، وَقَالَ : سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا[61]

(তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর উপর কিছু ঋণ ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিল।) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সমীপে আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) বলেন, আমরা সকালে তোমার কাছে আসব। তিনি সকাল বেলায় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলাম এবং আমার নিকট কিছু অতিরিক্ত খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল।

'ব্যবসায় আপনার সাথে আমাদেরও নিন, কারণ তিনি আপনার জন্য বরকতের দুআ করেছেন'

আব্দুল্লাহ ইবন হিশাম ﵁ থেকে বর্ণিত,

وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ : هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَيَقُولاَنِ لَهُ : أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ [62]

'আব্দুল্লাহ ইবন হিশাম ﵁ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার মা যায়নাব বিনতে হুমাইদ ﵂ একবার তাকে রাসূলুল্লাহ

---

[61] صحيح البخاري 2395 ، 2781

[62] صحيح البخاري 2502 ، 6353

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একে বায়‘আত করে নিন। তিনি বললেন, সে তো ছোট। তখন তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন এবং তার জন্য দু‘আ করলেন। (একই সনদে) যুহরা ইবনু মা‘বাদ রাহিমাহুল্লাহ হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তার দাদা ‘আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম ﵁ তাকে নিয়ে বাজারে যেতেন, খাদ্য সামগ্রী খরিদ করতেন। পথে ইবনু ‘উমার ﵁ ও ইবনু যুবাইরের সাথে দেখা হলে তারা তাকে বলতেন (আপনার সাথে ব্যবসায়ে) আমাদেরও শরীক করে নিন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য বরকতের দু‘আ করেছেন। এ কথায় তিনি তাদের শরীক করে নিতেন। অনেক সময় (লভ্যাংশ হিসাবে) এক উট বোঝাই মাল তিনি ভাগে পেতেন আর তা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

‘তিনি আমার উপর তাঁর ওযুর পানি ঢেলে দিলেন’

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত,

مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آي11ةُ المَوَارِيثِ [63]

‘একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর ﵁ আমার শুশ্রূষা করলেন। তাঁরা উভয়েই পায়ে হেঁটে আসলেন এবং আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন বেহুঁশ হয়ে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজু করলেন এবং আমার উপর ওজুর পানি ঢেলে দিলেন। আমি হুঁশে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব? তখন তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হল|

‘আংটির হাদিস’

ইবন উমর ﵁ বলেন,

---

[63] صحيح البخاري 6723 ، 194 ، 4577 ، 5651 ، 5676

اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ[64]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরি করান। সর্বদা তা তাঁর হাতে থাকত। তারপর তা পালাক্রমে আবু বকর ﷺ উমার ﷺ এর হাতে আসে। এরপর উসমান ﷺ এর হাত থেকে (মু'আয়কিবের সাথে লেনদেনের সময়) তা আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংকিত ছিল।

'চুলের হাদিস'

আনাস ﷺ বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ[65]

আমি দেখেছি ক্ষৌরকার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল মুড়াচ্ছে আর সাহাবীরা তার চারপাশ ঘিরে রেখেছেন। তাঁরা চাইতেন যে, কোন চুল (যেন মাটিতে না পড়ে যায়), যেন কারো না কারো হাতে পড়ে।

আনাস ﷺ বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا[66]

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরের সালাত আদায় করতেন, তখন মদিনার খাদিমরা তাদের পাত্রে করে পানি নিয়ে আসত। তাঁর কাছে কোন পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। আর শীতের দিনেও কখনো কখনো তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন।'

'রসুন খাওয়ার হাদিস'

আবূ আইয়্যুব ﷺ হতে বর্ণিত যে,

---

[64] صحيح مسلم 2091
[65] صحيح مسلم 2325
[66] صحيح مسلم 2324

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ، قَالَ :فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً، فَقَالَ :نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السُّفْلُ أَرْفَقُ، فَقَالَ :لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلُوِّ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ :لَمْ يَأْكُلْ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ، قَالَ :فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ[67]

(হিজরাতের সময়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গৃহে মেহমান হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করতেন নীচ তলায় এবং আবূ আইয়্যুব ﵁ অবস্থান করতেন উপর তলায়। এক রাতে আবূ আইয়্যুব ﵁ জেগে উঠে বললেন, আমরা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার উপর চলাফেরা করি। তখন তিনি সেখান থেকে দূরে গিয়ে এক কোণে রাত্রি যাপন করলেন। অতঃপর (সকালে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনি ব্যাপারটি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নীচ তলায়ই অনেক সুবিধা। তখন তিনি বললেন, আপনি নীচে থাকবেন এমন ছাদে আমি উঠবো না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর তলায় এবং আবূ আইয়্যুব ﵁ নীচ তলায় জায়গা পরিবর্তন করলেন।'

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতেন যখন (অবশিষ্ট) খাদ্য ফেরত আনা হতো, তখন তিনি জানতে চাইতেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জায়গায় তার আঙ্গুল স্পর্শ করেছেন। অতঃপর তার আঙ্গুলের স্থান অনুসরণ করে সেখান থেকে খেতেন। একবার তিনি তার জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন, যার মধ্যে রসুন ছিল। তার নিকট ফেরত নিয়ে আসলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আঙ্গুল স্পর্শের স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তাকে বলা হলো, তিনি এগুলো খাননি। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তার কাছে গেলেন। অতঃপর জানতে

---

[67] صحيح مسلم 2053

চাইলেন, ওটা কি নিষিদ্ধ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না। তবে আমি ওটা পছন্দ করি না। তিনি বললেন, তাহলে আপনি যা পছন্দ করেন না, আমিও তা পছন্দ করি না।

'রাসূলুল্লাহ স. এর জুব্বা'

আসমা বিনত আবু বকর ﵂ এর মুক্ত দাস আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, আসমা ﵂ বলেছেন,

هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا[68]

'এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুব্বা। এটি আয়িশাহর মৃত্যু পর্যন্ত তার নিকটেই ছিল। তার ওফাতের পর আমি এটি নিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি ব্যবহার করতেন। তাই আমরা অসুস্থদের আরোগ্য লাভের জন্য এটি ধুয়ে তাদেরকে সে পানি পান করিয়ে থাকি।'

কাবার দুই রুকন ও নবিজি ﷺ থেকে তাবাররুক গ্রহণ

উমার ﵁ এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ[69]

তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, 'আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তোমায় চুমু দিতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।'

ইবন উমর ﵄ থেকে বর্ণিত,

قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلرُّكْنِ : أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ، فَاسْتَلَمَهُ[70]

---

[68] صحيح مسلم 2069

[69] صحيح البخاري 1597 ، صحيح مسلم 1270

[70] صحيح البخاري 1605

'উমর ইবনু খাত্তাব ﵁ হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তোমায় চুমু দিতে না দেখলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। এরপর তিনি চুমু দিলেন।'

'আমি তো কোনো পাথরের কাছে আসিনি'

দাউদ ইবনু আবি সালেহ বর্ণনা করছেন,

أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ :نَعَمْ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ[71] صَحِيْحٌ

এক দিন [তৎকালীন শাসক] মরওয়ান এসে দেখলো, একজন মানুষ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের উপর নিজের মাথা রেখে বসে আছেন। মারওয়ান বলল, 'তুমি কি জান? তুমি কি করছ?' ঐ মানুষটি যখন মুখ ফেরালেন, দেখা গেলো তিনি আবু আইয়ুব আনসারি ﵁। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। জানি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছি, কোন পাথরের কাছে নয়। আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'দীনের জন্য তখন কেঁদো না, যখন দ্বীনদার মানুষ এর অভিভাবক হয়। বরং বেদ্বীন লোকেরা যখন দীনের অভিভাবক হয়, তখন দীনের জন্য কাঁদো।'

'খালিদ ﵁ এর টুপি'

ইমাম হাকিম আল মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন,

فَقَدْ قَلَنْسُوَةً لَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَقَالَ: اطْلُبُوهَا فَلَمْ يَجِدُوهَا، ثُمَّ طَلَبُوهَا فَوَجَدُوهَا، وَإِذَا هِيَ قَلَنْسُوَةٌ خَلِقَةٌ ، فَقَالَ خَالِدٌ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

---

[71] المستدرك على الصحيحين 8571 وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وافقه الذهبي ، وضعفه الألباني

- مسند أحمد 23585 ، جامع المسانيد والسنن لابن كثير 11350

-مجمع الزوائد 9252 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ ، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ ، فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ [72]

ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন খালিদ ইবন ওয়ালিদ ﵁ তাঁর টুপি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সবাইকে বললেন, খুঁজে বের করো। কিন্তু পাওয়া গেলো না। এরপর দ্বিতীয় দফায় খোঁজার পর পাওয়া গেলো। দেখা গেলো সেটা একটা পুরোনো টুপি। খালিদ বললেন, 'রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা করার পর মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। সবাই তাঁর চুলগুলো [সংগ্রহের জন্য] প্রতিযোগিতা করছিলো। আমি তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাঁর মাথার সামনের অংশের চুল সংগ্রহ করতে পারলাম। চুলগুলো আমি এই টুপিতে রেখে দিয়েছিলাম। এগুলো সাথে নিয়ে যত যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, আমাকে বিজয় দান করা হয়েছে।

ইবন কাসির বলেছেন,

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ خَالِدًا سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ وَهُوَ فِي الْحَرْبِ ، فَجَعَلَ يَسْتَحِثُّ فِي طَلَبِهَا فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنْ شَعْرِ نَاصِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّهَا مَا كَانَتْ مَعِيَ فِي مَوْقِفٍ إِلَّا نُصِرْتُ بِهَا[73]

'বর্ণিত আছে, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন খালিদ ﵁ এর টুপি পড়ে গিয়েছিল। তিনি যুদ্ধ করছিলেন। তিনি টুপিটা খুঁজে বের করার জন্য অনেক বেশি তাগাদা দিচ্ছিলেন। কেউ যখন এটা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন, তিনি বললেন, 'ঐ টুপিতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার সামনের অংশের কিছু চুল ছিল। যেখানেই সেটা আমার সাথে ছিল, সেটার জন্য আমি জয়ী হয়েছি।'

তাবাররুক গ্রহণ সম্পর্কে ইমামদের মত

আমরা এখন বুযুর্গদের স্মৃতিবাহী জিনিসগুলো থেকে বরকত হাসিলের ব্যাপারে ইমামদের মতামত উল্লেখ করবো। আসলে গবেষক আর ইলম পিপাসুদের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। সারকথা হলো, বাতিলপন্থীদের

---

[72] الحاكم في "المستدرك" (5299) ، والطبراني في "الكبير" (3804) ، وأبو يعلى في مسنده (7183)قلت: يحتمل أن يكون فيه انقطاع

[73] البداية والنهاية ، سنة إحدى و عشرين ، ذكر وفاة الخالد بن الوليد

বাড়াবাড়ি আর জাহিলদের তাবিল থেকে মুক্ত রাখার শর্তে বরকত হাসিল করা জায়েয।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ’র কয়েকটি অভিমত

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তাবাররুক সম্পর্কে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাবাররুক গ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মতামত দিয়েছেন। আমরা পাঠকদের সামনে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করছি।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

فِي حَدِيثِ الجُبَّةِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَثِيَابِهِمْ[74]

‘নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস এবং কাপড় দিয়ে তাবাররুক হাসিল করা মুসতাহাব। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুব্বার হাদিসই এর দলিল।’

এছাড়া আরেকটি হাদিস ‘আমি দেখলাম, লোকেরা তাঁর অজুর উদ্বৃত্ত পানি নিয়ে নিচ্ছে’[75] - এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববি বলেন,

فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَاسْتِعْمَالِ فَضْلِ طَهُورِهِمْ وَطَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَلِبَاسِهِمْ [76]

‘এই হাদিসে নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস দিয়ে তাবাররুক গ্রহণ এবং তাঁদের অজুর উদ্বৃত্ত পানি, খাবার, পানীয়, পোশাক ইত্যাদি [বরকতের উদ্দেশে] ব্যবহারের দলিল রয়েছে।’

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কন্যা যয়নব রা. এর কাফনের কাপড় হিসেবে নিজের চাদর দেয়ার হাদিসের[77] ব্যাখ্যায় ইমাম নববি বলেন,

فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلِبَاسِهِمْ[78]

‘এতে নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস ও পোশাক দিয়ে বরকত গ্রহণ সাব্যস্ত হয়।’

---

[74] شرح مسلم للنووي ، شرح حديث 2069

[75] صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، حديث 187 ، 501

[76] شرح مسلم للنووي ، كتاب الصلاة باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة إلى سترة والنهي

[77] صحيح البخاري 1253 ، 1254 ، 1257 ، 1258 ، 1261 ، 1263 / صحيح مسلم 939

[78] شرح مسلم للنووي، كتاب الجنائز ج 7 ص 3

জাবির রা. এর বেহুঁশ হয়ে যাওয়া এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওজুর পানির বরকতে জ্ঞান ফেরার হাদিস[79] সম্পর্কে ইমাম নববি বলেছেন,

وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَفَضْلِ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَنَحْوِهِمَا وَفَضْلِ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَمُشَارَبَتِهِمْ [80]

'নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস দিয়ে এবং তাঁদের খাবার ও পানীয়র উদ্ধৃত্ত অংশ ও অনুরূপ বস্তু দিয়ে তাবাররুক গ্রহণ এবং তাঁদের উদ্ধৃত্ত পানাহার দিয়ে বরকত গ্রহণ এই হাদিসে প্রমাণিত হয়।'

ইতবান ইবন মালিক ﵁ এর হাদিসের[81] ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

ففيه التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَفِيهِ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ وَالْكُبَرَاءِ أَتْبَاعِهِمْ وَتَبْرِيكِهِمْ إِيَّاهُمْ [82]

'এই হাদিসে নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস দিয়ে বরকত গ্রহণ সাব্যস্ত হয়। এছাড়া বিশিষ্ট আলিম, বুযুর্গ, নেককার ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অনুসারীদের জন্য তাঁদের যিয়ারত লাভ ও তাঁদের মাধ্যমে বরকত লাভও সাব্যস্ত হয়।'

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত একটি আংটি আরিস কূপে পড়ে গিয়েছিল। উসমান ﵁ পর্যন্ত প্রত্যেক খলিফা সেই আংটি পরেছেন। সেই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি বলেন,

فِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلُبْسُ لِبَاسِهِمْ[83]

'এই হাদিসে নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস ও তাদের ব্যবহৃত পোশাক পরিধান করে বরকত হাসিল সাব্যস্ত হয়।'

ইমাম নববি ঠাণ্ডার মধ্যে লোকদের জন্য মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়া ও চুলের হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

---

[79] صحيح البخاري 6723 ، 194 ، 4577 ، 5651 ، 5676

[80] شرح مسلم للنووي ، كتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير ، شرح حديث 1616

[81] صحيح البخاري 425 ، 5401 / صحيح مسلم 54 ، 263 / مسند أحمد 16484 ، 23771

[82] شرح مسلم للنووي ، كتاب الايمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة

[83] شرح مسلم للنووي، شرح حديث 2091

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بَيَانُ بُرُوزِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ وَقُرْبِهِ مِنْهُمْ لِيَصِلَ أَهْلُ الْحُقُوقِ إِلَى حُقُوقِهِمْ وَيُرْشِدَ مُسْتَرْشِدَهُمْ لِيُشَاهِدُوا أَفْعَالَهُ وَحَرَكَاتِهِ فَيُقْتَدَى بِهَا وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأُمُورِ وَفِيهَا صَبْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَشَقَّةِ فِي نَفْسِهِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِجَابَتُهُ مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً أَوْ تَبْرِيكًا بِمَسِّ يَدِهِ وَإِدْخَالِهَا فِي الْمَاءِ كَمَا ذَكَرُوا وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَبَيَانُ مَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنَ التَّبَرُّكِ بِآثَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَرُّكِهِمْ بِإِدْخَالِ يَدِهِ الْكَرِيمَةِ فِي الْآنِيَةِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِشَعْرِهِ الْكَرِيمِ وَإِكْرَامِهِمْ إِيَّاهُ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ سَبَقَ إِلَيْهِ وَبَيَانِ تَوَاضُعِهِ بِوُقُوفِهِ مَعَ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ[84]

মানুষের কাছে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা কত উচ্চ ছিল এবং তারা তাঁর কত কাছের ছিল, তা এই হাদিসগুলো দিয়ে প্রমাণিত হয়। মানুষেরা তাঁর কাছে থাকার ফলশ্রুতি হলো, যাদের যা অধিকার আছে, তারা সেই অধিকার যাতে বুঝে নিতে পারে, তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম সরাসরি দেখে সেগুলোর অনুসরণ করে হিদায়েত প্রত্যাশী যাতে হিদায়েত লাভ করতে পারে। শাসকবর্গেরও এমন হওয়া উচিত। মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিজের কষ্ট সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধৈর্যধারণ করা; যার যা প্রয়োজন, তাতে সাড়া দেয়া অথবা যেমন হাদিস বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাঁর হাত স্পর্শ করে অথবা পাত্রে তাঁর হাত ডুবিয়ে অন্যদের বরকত গ্রহণ করতে দেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও এই হাদিসে প্রমাণিত হয়। এই হাদিসে নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস দিয়ে তাবাররুক হাসিল করা সাব্যস্ত হয়। এছাড়া মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতিবাহী জিনিস দিয়ে সাহাবিদের তাবাররুক হাসিল, তাঁর পবিত্র হাত পাত্রে ডুবিয়ে তাবাররুক হাসিল, তাঁর সম্মানিত চুল দিয়ে তাবাররুক হাসিল, স্বয়ং তাঁকে সাহাবিদের এমনভাবে সম্মান করা যে, তাঁর মুখ থেকে কিছু পড়লেও সেটা যে অগ্রণী হতে পারতো, হাতে নিয়ে নিতো। সর্বোপরি দূর্বল একজন নারীর জন্য আলাদাভাবে বসে তাঁর সময় দেয়ার ঘটনায় তাঁর বিনয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।'

আবু আইয়্যুব আনসারি রা. ও রসুনের হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন,

فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ أَهْلِ الْخَيْرِ فِي الطَّعَامِ [85]

---

[84] شرح مسلم للنووي ، شرح حديث 2324 ، 2325

[85] شرح مسلم للنووي ، شرح حديث 2053

'এই হাদিসে খাবারের ক্ষেত্রে নেককার মানুষদের অবশিষ্ট খাদ্য দিয়ে তাবাররুক গ্রহণ সাব্যস্ত হয়।'

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ

ইবন হাজার র. ইতবান ইবন মালিক রা. এর হাদিস সম্পর্কে বলেন,

وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَطِئَهَا وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ دُعِيَ مِنَ الصَّالِحِينَ ليتبرك بِهِ أَنه يُجِيب إِذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِتْبَانُ إِنَّمَا طَلَبَ بِذَلِكَ الْوُقُوفَ عَلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ بِالْقَطْعِ وَفِيهِ إِجَابَةُ الْفَاضِلِ دَعْوَةَ الْمَفْضُولِ وَالتَّبَرُّكُ بِالْمَشِيئَةِ [86]

'রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব জায়গায় নামায পড়েছেন এবং হেঁটেছেন, সেসব জায়গা থেকে তাবাররুক গ্রহণ এই হাদিস দিয়ে সাব্যস্ত হয়। আরও বুঝা যায়, কোন নেককার মানুষকে তাবাররুক গ্রহণের জন্য ডাকা হলে ফিতনার আশঙ্কা না থাকা সাপেক্ষে তার যাওয়া উচিত। এ সম্ভাবনাও আছে, ইতবান নিশ্চিতভাবে কিবলা কোনদিকে তা নিশ্চিত হবার জন্য এমন আরজি জানিয়েছিলেন। এ হাদিসে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের তাদের চেয়ে পরের স্তরের মানুষদের আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং চলাফেরার মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ সাব্যস্ত হয়।'

তিনি আরও বলেছেন,

وَقَالَ: حَدِيثُ عِتْبَانَ وَسُؤَالُهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ لِيَتَّخِذَهُ مُصَلًّى وَإِجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي التَّبَرُّك بآثار الصَّالِحِين[87]

'ইতবানের এই হাদিস, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের বাড়িতে নামায পড়তে আরজি জানানো, যাতে তিনি সে জায়গাটিকে নিজের নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাতে সাড়া দেয়া- এসবই নেককারদের স্মৃতিবাহী জিনিস দিয়ে তাবাররুক গ্রহণের দলিল।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর লাঠির মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ ও আবু হানিফা

কাজি আবু হানিফা আন নুমান আল মাগরিবি (ইনি ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ নন। এঁর মৃত্যু ৩৬৩ হিজরিতে) বলেন,

---

[86] فتح الباري ج 1 ص 522

[87] فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 1 ص 569 قَوْلُهُ بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ

قَالَ القَاضِيْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ المَغْرِبِيْ[88] المُتَوَفَّى 363 هـ وَكَانَ مُخَالِفًا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ الإِمَامِ: وَجَاءَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَوْمًا إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَسْتَمِعَ مِنْه، خَرَجَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَوَكَّأُ عَلى عَصًا. فَقَالَ لَه أَبُوْ حَنِيْفَةَ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ مَا بَلَغْتَ مِنْ السِّنِّ مَا تَحْتَاجُ مِنْهُ إِلى الْعَصَا. قَالَ: هُوَ كَذلِكَ، وَلكِنَّهَا عَصَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرَدْتُ التَّبَرُّكَ بِهَا.

---

[88] قال ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681هـ) في كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج 5 ص 415 : أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن المنصور بن أحمد بن حيون ، أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم، ذكره الأمير المختار المسبحي في تاريخه فقال :كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه، وله عدة تصانيف :منها كتاب "اختلاف أصول المذاهب " وغيره، انتهى كلام المسبحي في هذا الموضع. وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهبه الإمامية

- قال اليافعي ، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (المتوفى: 768هـ) في كتابه مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، أربع وستين وثلاث مائة ، ج 2 ص 285 : كان من أوعية العلم والفقه والدين والنقل

-قال ا بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) في كتابه لسان الميزان، ترجمة 587 ج 6 ص 167 : كان مالكيا ثم تحول إماميا وولي القضاء للمعز العبيد صاحب مصر فصنف لهم التصانيف على مذهبهم في تصانيفه ما يدل على انحلاله مات بمصر في رجب سنة ثلاث وستين وثلاث مائة

-وقال يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (المتوفى: 874هـ) في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ما وقع من الحوادث سنة 363 ، ج 4 ص 107 عن الذهبي: والنّعمان بن محمد أبو حنيفة المغربيّ الباطنىّ قاضى مملكة المعزّ، وكان حنفىّ المذهب لأنّ الغرب كان يوم ذاك غالبه حنفية، إلى أن حمل الناس على مذهب مالك

-قال الذهبي في كتابه العبر في خبر من غبر ، سنة ثلاث وستين وثلاثمئة ج 2 ص 117 : والنُّعمان بن محمد بن منصور القيرواني، القاضي أبو حنيفة الشِّيعي ظاهراً، الزنديق باطناً، قاضي قضاة الدولة العبيدية، صنّف كتاب " :ابتداء الدعوة ." وكتاباً في فقه الشيعة، وكتباً كثيرة، تدل على انسلاخه من الدين، يبدّل فيها معاني القرآن ويحرقها، مات بمصر في رجب، وولي بعده ابنه

-وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة 106 ج 16 ص 150 : النُّعْمَانُ أَبُو حَنِيْفَةَ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ المَغْرِبِيُّ العَلاَّمَةُ، المَارِقُ، قَاضِي الدَّوْلَةِ العُبَيْدِيَّةِ، أَبُو حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ المَغْرِبِيُّ. كَانَ مَالِكيّاً، فَارتدَّ إِلَى مَذْهَبِ البَاطِنيَّةِ، وَصَنَّفَ، لَهُ)أُسُّ الدَّعوَةِ (، وَنبذَ الدِّينَ وَرَاءَ ظَهرِهِ، وَأَلَّفَ فِي المنَاقبِ وَالمثَالبِ، وَردَّ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّينِ، وَانسلَخَ مِنَ الإِسلاَمِ، فَسُحْقاً لَهُ وَبُعْداً. ونَافقَ الدَّوْلَةَ لاَ بَلْ وَافَقَهُم. وَكَانَ مُلاَزِماً للمعزِّ أَبِي تَمِيمٍ مُنْشِئِ القَاهرَةِ. وَله يَدٌ طُولَى فِي فُنُوْنِ العُلومِ وَالفِقْهِ وَالاختلاَفِ، وَنَفَسٌ طَوِيْلٌ فِي البحثِ، فَكَانَ علمُهُ وَبَالاً عَلَيْهِ. وَصَنَّفَ فِي الردِّ عَلَى أَبِي حَنِيْفَةَ فِي الفِقْهِ، وَعَلَى مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَانتصرَ لِفِقْهِ أَهْلِ البَيْتِ، وَلَهُ كِتَابٌ فِي اختلاَفِ العُلَمَاءِ، وَكتُبُهُ كبارٌ مُطَوَّلَةٌ. وَكَانَ وَافِرَ الحِشْمَةِ، عَظيمَ الحُرمَةِ، فِي أَولاَدِهِ قضَاةٌ وَكُبَرَاءٌ. وَانتقلَ إِلَى غَيْرِ رِضوَانِ اللهِ، بِالقَاهرَةِ فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، ثُمَّ وَلِيَ ابنُهُ عليٌّ قَضَاءَ الممَالِكِ

-وقال ابن عماد الحنبلي ت 1089 هـ في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ج 4 ص 338 النّعمان بن محمد بن منصور القيرواني القاضي، أبو حنيفة، الشّيعي ظاهرا، الزنديق باطنا، قاضي قضاة الدولة العبيدية، صنّف كتاب ابتداء الدعوة وكتابا في فقه الشيعة، وكتبا كثيرة، تدل على انسلاخه من الدّين، يبدّل فيها معاني القرآن ويحرّفها، مات بمصر في رجب، وولي بعده ابنه

فَوَثَبَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ إِلَيْهِ، وَقَالَ:أُقَبِّلُهَا يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ. فَحَسَرَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذِرَاعِه، وَقَالَ لَه: وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هذَا مِنْ بَشَرَةِ رَسُوْلِ اللهِ ، وَأَنَّ هذَا مِنْ شَعْرِه فَمَا قَبَّلْتَه وَتُقَبِّلُ عَصًا![89]

ইরাকের অধিবাসী কাজি আবু হানিফা আন নুমান আল মাগরিবি একবার হাদিস শোনার জন্য ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাফর ইবন মুহাম্মাদ আলাইহিস সালামের (ইমাম জাফর সাদিক) কাছে আসলেন। ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম তখন একটি লাঠিতে ভর দিয়ে বের হয়ে আসলেন। আবু হানিফা বললেন, 'হে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান! আপনার তো এমন বয়স হয়নি যে, লাঠির দরকার আছে।' তিনি বললেন, 'তা ঠিক। তবে এটা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লাঠি। আমি এটা দিয়ে বরকত হাসিল করি।' একথা শুনে আবু হানিফা দৌড়ে কাছে গেলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুলের পুত্র! আমি এটাতে চুমু খাবো।' কিন্তু ইমাম জাফর সাদিক তার কনুই ধরে তাকে বাঁধা দিলেন। বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো জানো, এই হলো আল্লাহর রাসুলের চামড়া এবং তাঁর চুল। তুমি এগুলোকে চুমু খাওনি, লাঠিতে চুমু দিচ্ছো!'

তিনি বুঝিয়েছিলেন, আহলুল বায়তকে সম্মান করা আরও বেশি মুনাসিব।

উমর ইবন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ'র তাবাররুক গ্রহণ

ইবন সাদ, ইমাম যাহাবিসহ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন,

أَوْصَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِنْدَ الْمَوْتِ , فَدَعَا بِشَعْرٍ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم وَأَظْفَارٍ مِنْ أَظْفَارِهِ , وَقَالَ : إِذَا مُتُّ , فَخُذُوا الشَّعْرَ وَالأَظْفَارَ , ثُمَّ اجْعَلُوهُ فِي كَفَنِي , فَفَعَلُوا ذَلِكَ [90]

'মৃত্যুর সময় উমর ইবন আব্দুল আযিয ওসিয়্যত করলেন এবং মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু চুল ও নখ নিয়ে আসতে বললেন। ওসিয়্যত করলেন, 'আমি মারা গেলে এই চুল এবং নখগুলো নিয়ে আমার কাফনে দিয়ে দিও।' তাই করা হয়েছিলো।'

---

[89] شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ص 299

[90] الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 406 بسنده

-سير أعلام النبلاء، عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ج 5 ص 143

-تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج 2 ص 24

- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ، سبط ابن الجوزي (581 - 654 هـ) ج 10 ص 302

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ج 6 ص 594

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ'র তাবাররুক গ্রহণ

আল মাররুযি কিতাবুল ওয়ারায় উল্লেখ করেছেন,

سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَدْ كَانَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَوْصَى لِي بِجُبَّتِهِ فَجَاءَنِي بِهَا ابْنُهُ فَقَالَ لِي فَقُلْت رَجُلٌ صَالِحٌ قَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيهَا أَتَبَرَّكُ بِهَا[91]

'আমি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমদ) বলতে শুনেছি, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তাঁর জুব্বা আমাকে ওসিয়্যত করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ছেলে সেটিকে আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং ওসিয়্যতের কথা জানান। আমি বললাম, 'তিনি একজন নেককার মানুষ ছিলেন। এ জুব্বা পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত করেছেন। আমিও তাঁর জুব্বা দিয়ে তাবাররুক হাসিল করবো।'

এছাড়া আগেই আমরা ইমাম আহমদের জুব্বা দিয়ে ইমাম শাফেঈ র. এর তাবাররুক গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছি।[92]

ইমাম ইবন হিব্বানের অভিমত

وَبَوَّبَ الْحَافِظُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِه بِاسْمِ " ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ، وَأَشْبَاهِهِمْ" وأورد حَدِيْثَ "أَبْشِرْ" وَبِاسْمِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ[93] صَحِيْحٌ

হাফিজ ইবন হিব্বান তাঁর সহিহ গ্রন্থে 'নেককার মানুষদের ও অনুরূপ ব্যক্তিদের থেকে তাবাররুক গ্রহণ করা মুস্তাহাব' (ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ، وَأَشْبَاهِهِمْ)' শীর্ষক অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন এবং 'সুসংবাদ গ্রহণ করো (أبشر)' হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'দ্বীনদার ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সাহচর্যের মাধ্যমে ব্যক্তির তাবাররুক গ্রহণ মুসতাহাব হওয়া' (اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ) নামে অধ্যায় রচনা করে ইবন আব্বাস রা. এর সূত্রে নিম্নোক্ত হাদিসও বর্ণনা করেছেন,

---

[91] ابن مفلح الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763 في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية ، فَصْلٌ إنْكَارُ أَحْمَدَ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَتَوَاضُعُهُ وَثَنَاؤُهُ عَلَى مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ ، ج 2 ص 235

[92] المبشرتان لأحمد إمام الزمان ، الخطبة

[93] صحيح ابن حبان 559 ، صححه الألباني في صحيح الجامع 2884 وفي الصحيحة 1778

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ[94]

'রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বরকত আছে তোমাদের বয়োবৃদ্ধদের সাথে।' হাদিসটি সহিহ।

ইমাম যাহাবির দুটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত

وَقَدْ كَانَ ثَابِتٌ البُنَانِيُّ إِذَا رَأَى أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَخَذَ يَدَهُ، فَقَبَّلَهَا، وَيَقُوْلُ: يَدٌ مَسَّتْ يَدَ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.- فَنَقُوْلُ نَحْنُ إِذْ فَاتَنَا ذَلِكَ :حَجَرٌ مُعَظَّمٌ بِمَنْزِلَةِ يَمِيْنِ اللهِ فِي الأَرْضِ مَسَّتْهُ شَفَتَا نَبِيِّنَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لاَثِماً لَهُ. فَإِذَا فَاتَكَ الحَجُّ، وَتَلَقَّيْتَ الوَفْدَ، فَالْتَزِمِ الحَاجَّ، وَقَبِّلْ فَمَهُ، وَقُلْ :فَمٌ مَسَّ بِالتَّقْبِيْلِ حَجَراً قَبَّلَهُ خَلِيْلِي ﷺ[95]

'সাবিত আল বুনানি আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه কে দেখলেই তাঁর দুহাত ধরে চুমু খেতেন। বলতেন, 'এই হাত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের পরশ পেয়েছে। তাই আমরা বলি, যেহেতু আমাদের সেই সুযোগ নেই, আমাদের সামনে সম্মানিত হাজরে আসওয়াদ আছে, যা পৃথিবীতে আল্লাহর কুদরতি ডান হাতের স্থলাভিষিক্ত, যা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দু'ঠোঁটের পরশ পেয়েছে। এর কোন তুলনা নেই। তাই তুমি যদি হজ্জ নাও করতে পারো আর [হজ্জ করে আসা কোন] দলের সাক্ষাত পাও, তাহলে কোন হাজির সাথে দেখা করো। তার মুখে চুমো খাও। বলো, এই মুখ চুমু খেয়ে এমন পাথরের পরশ পেয়েছে, যে পাথর আমার পরম বন্ধু মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুমুর মাধ্যমে তাঁর দুঠোঁটের পরশ পেয়েছে।'

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مَسَّ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ :كَرِهَ ذَلِكَ لأَنَّهُ رَآهُ إِسَاءَةَ أَدَبٍ، وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مَسِّ الْقَبْرِ النَّبَوِيِّ وَتَقْبِيلِهِ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، رَوَاهُ عَنْهُ وَلَدُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ. فَإِنْ قِيلِ :فَهَلا فَعَلَ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ؟ قِيلَ :لأَنَّهُمْ عَايَنُوهُ حَيًّا وَتَمَلَّوْا بِهِ وَقَبَّلُوا يَدَهُ وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَاقْتَسَمُوا شَعْرَهُ الْمُطَهَّرَ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَكَانَ إِذَا تَنَخَّمَ لا تَكَادُ نُخَامَتُهُ تَقَعُ إِلا فِي يَدِ رَجُلٍ فَيُدَلِّكُ بِهَا وَجْهَهُ، وَنَحْنُ فَلَمَّا لَمْ يَصِحْ لَنَا مِثْلُ هَذَا النَّصِيبِ الأَوْفَرِ تَرَامَيْنَا عَلَى قَبْرِهِ بِالالْتِزَامِ وَالتَّبْجِيلِ وَالاسْتِلامِ

---

[94] صحيح ابن حبان 559 ، صححه الألباني في صحيح الجامع 2884 وفي الصحيحة 1778

[95] سير أعلام النبلاء ج 4 ص 53

وَالتَّقْبِيلِ، أَلا تَرَى كَيْفَ فَعَلَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ؟ كَانَ يُقَبِّلُ يَدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيَضَعُهَا عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولُ :يَدٌ مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[96]

'ইবন উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর স্পর্শ করা যথাযথ মনে করতেন না। আমি বলি, তিনি এটাকে শিষ্ঠাচারের লঙ্ঘন ভেবে মাকরুহ মনে করতেন। ইমাম আহমাদকেও নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরকে স্পর্শ করা ও চুমু দেয়া নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর মত ছিল, এতে কোন সমস্যা নেই। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ উল্লেখ করেছেন, যদি বলা হয় যে, সাহাবাগণ তাহলে এমন করেননি কেন? উত্তরে বলা হবে, 'কারণ তাঁরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁর হাতে চুমু খেয়েছেন, তাঁর অজুর উদ্বৃত্ত পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করেছেন, হজ্জে আকবরের দিন তাঁর পবিত্র চুল নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তিনি যখনই থুথু ফেলতেন, সেই থুথু নিচে পড়তে পারতো না। কেউ না কেউ সেটা হাতে নিয়ে নিজের মুখে মেখে ফেলতেন। এখন আমাদের তেমন পরিপূর্ণ নসিব যেহেতু হয়নি, তাই আমরা তাঁর কবরের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখা, সম্মান জানানো, স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি অনবরত চালিয়ে যাই। দেখোনি সাবিত আল বুনানি কী করতেন? তিনি আনাস ইবন মালিক ﵁ এর দুহাতে চুমু খেয়ে নিজের মুখের উপর রাখতেন। বলতেন, 'এই হাত রাসুলুল্লাহ ﷺ র হাতের পরশ পেয়েছে।'

এখানে আমরা সহিহাইন থেকে অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করলাম।[97] একইসাথে সেই হাদিসগুলোর সবচেয়ে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকার হিসেবে যারা

---

[96] معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج 1 ص 73

[97] الأحاديث في صحيح البخاري في التبركات المحمدية: 77, 119, 169, 170, 171, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 200, 222, 376, 425, 483, 501, 502, 504, 506, 1185, 1253, 1254, 1257, 1258, 1261, 1263, 1277, 1301, 1535, 1597, 1599, 1605, 2093, 2127, 2336, 2395, 2396, 2405, 2406, 2502, 2601, 2618, 2709, 2710, 2731, 2732, 2781, 2942, 3009, 3020, 3036, 3076, 3540, 3541, 3553, 3566, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3648, 3649, 3701, 3909, 4039, 4053, 4101, 4102, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4210, 4328, 4356, 4357, 4577, 5381, 5382, 5401, 5443, 5467, 5468, 5469, 5470, 5637, 5638, 5639, 5651, 5659, 5670, 5676, 5810, 5859, 5896, 5897, 5898, 6036, 6090, 6198, 6281, 6333, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6688, 6723, 7342, 7345

সর্বজনস্বীকৃত, তাদের মতামতও উল্লেখ করলাম। নিষ্কলুষ মন নিয়ে কেউ চিন্তা করলে, উপলব্ধি করার চেষ্টা করলে যে ক'টি হাদিস আমরা সহিহাইন থেকে উল্লেখ করলাম, তাই যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে তাবাররুক গ্রহণ রাসুলুল্লাহ ﷺ কে ভালোবাসা এবং তাজিম এর সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। আর এই ভালোবাসা সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল বলে তাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে প্রিয়নবী ﷺ এর সাথে যেসব আচরণ করেছেন, সবই ছিল তাঁদের ঈমানের নিদর্শন। তাঁদের ঈমান যেহেতু তাবাররুক গ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বাধ্য করেছে, তাই আমাদেরও তাবাররুক সম্পর্কে অবিকল একরকম মনোভাব পোষণ করা উচিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ঈমান আকিদা ও ভালোবাসায় সাহাবিগণ ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা নিজেও আমাদেরকে সাহাবিদের মতো ঈমান আনতে বলেছেন পবিত্র কুরআনে কারিমে। তাই তাবাররুকাত সম্পর্কে আমাদের মনোভাব সাহাবিদের বিপরীতমুখী হলে আমাদেরই ক্ষতি। এ বিষয়ে কোন বিভ্রান্তকারীর কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উপলব্ধি করার তাওফিক দিন। আমিন।

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ نُورِكَ

السَّارِي وَمَدَدِكَ الجَارِي ، واجْمَعْنِي بِهِ فِي كُلِّ

أَطْوَارِي وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ يَانُورْ

صحيح مسلم: -54, 263, 509, 939, 1270, 1616, 1856, 2039, 2040, 2053, 2056, 2069, 2091, 2145,2279, 2324, 2325, 2331, 2345, 2406, 2497

